ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৭৭
আগরতলা, ৯ এপ্রিল, ২০২৬

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের সাফল্য
আয়ুষ্মান কার্ডে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সফল অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন রোগী

দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখের নলুয়ার ৩৭ বছরের বাসিন্দা সৈকত চৌধুরী গত ১১ নভেম্বর ২০২৫ সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলে তার বাম পায়ের হিপ জয়েন্টের নিচের অস্থি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। প্রথমে তাঁকে নলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে রেফার করা হয় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে এবং এরপর সেখান থেকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তাঁকে তখন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করানো হয়। গত ১১ নভেম্বর ২০২৫ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের ইউনিট-দুই এর অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ স্মরজিৎ দেববর্মা-এর তত্বাবধানে তার চিকিৎসা শুরু হয়। এরপর তার আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত ২৯ নভেম্বর ২০২৫ বাম দিকের পায়ের হিপ জয়েন্টের নিচের ফ্রেকচারের সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর তাকে প্রায় একমাস অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়। তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, নিজে নিজেই হাটঁতে ও বসতে পারেন। সম্প্রতি তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। এই অস্ত্রোপচারে অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ স্মরজিৎ দেববর্মার সাথে ছিলেন ডাঃ সন্তোষ রিয়াং, ডাঃ পুলক সাহা, ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ। অ্যানেস্থেসিষ্ট ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য এবং ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সানি দেবনাথ ও অরূপ চৌধুরী। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উক্ত সফল অস্ত্রোপচারের সুবিধা পেয়ে তার পরিবার পরিজনেরা জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান।
এজিএমসি এন্ড জিবিপি হাসপাতাল থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

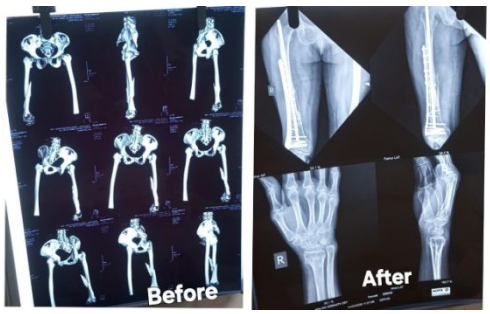

উদয়পুরের কাঁকড়াবনের সুরেন্দ্র নগরের ৫৭ বৎসর বয়স্কা মলিনা দেবনাথ গত ৭ অক্টোবর ২০২৫ গৃহপালিত গাভীর দড়ির সঙ্গে পা পেঁচিয়ে গিয়ে পড়ে যান। তাতে মহিলার ডান পায়ের হাঁটুর উপরের অংশের অস্থি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং তৎসঙ্গে ডান হাতের কব্জিও ভেঙ্গে যায়। মহিলাকে প্রথমে উদয়পুর টেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকগণ মহিলার অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন। তারপর মহিলাকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করা হয়। গত ৭ অক্টোবর ২০২৫ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের ইউনিট-দুই এর অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ স্মরজিৎ দেববর্মা মহিলার চিকিৎসা শুরু করেন। এরপর গত ২৯ অক্টোবর ২০২৫ মহিলার ডান পায়ের হাঁটুর উপরের অংশের ফ্রেকচারের সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এই অস্ত্রোপচারের পর প্রায় একমাস মহিলাকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়। তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, নিজে নিজেই হাঁটতে ও বসতে পারেন। সম্প্রতি মহিলাকে ছুটি দেওয়া হয়। এই অস্ত্রোপচারে অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ দেববর্মার সাথে ছিলেন ডাঃ সন্তোষ রিয়াং, ডাঃ পুলক সাহা, ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ, অ্যানেস্থেসিস্ট ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সানি দেবনাথ ও অরূপ চৌধুরী। এই অস্ত্রোপচারও আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে। উক্ত সফল অস্ত্রোপচারের সুবিধা পেয়ে মহিলার পরিবার পরিজনেরা জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান।

উক্ত দুটি সফল অস্ত্রোপচার জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার এক অনন্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত। এই সাফল্যের পেছনে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠাবান পরিষেবা প্রদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এজিএমসি এন্ড জিবিপি হাসপাতাল থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।
*****